CHAPRA GOVERNMENT COLLEGE

KALYANI UNIVERSITY

SHIKRA CHAPRA NADIA

WEST BENGAL, PIN-741123

NAME: ITI HALDER

REG. NO- 1540033

ROLL NO:-

19/01/2025

SUBJECT:- POLITICAL SCIENCE

POL.SCIENCE HONOURS - 1ST SEM

SESSION:- 2022 -2023

⊛ রাজনীতি চর্চায় নারীবাদি দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর।

⊛ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছেন। মার্কসবাদ ও উত্তর আধুনিকতার প্রভাবে পুষ্ট হয়ে নারীবাদ গত কয়েকটি দশকে যে ব্যক্তি লাভ করেছে তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে যেসব জটিল বিতর্ক তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা একটি সতন্ত্র আলোচনার জবি রাখে। নারিবাদি দৃষ্টিভঙ্গিটি নিম্নে আলোচনা করব —

⊛ **পুরুষকেন্দ্রিক আলোচনা:** অনেকে মনে করেন যে সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে নারিরা কখনোই সতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়নি। পুরুষের অনুসঙ্গ হিসাবে নারির চিরকালীন অবস্থানকে সমালোচনা করে বলা হয় যে, নারীরা সতন্ত্র অস্তিত্বকে সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনায় স্বীকৃতি দিতে ও অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। এতদিন পর্যন্ত সমাজের অর্ধেক হয়ে কখনোয় নারীদের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ, দাবি-দাওয়া ইত্যাদি অর্থাৎ নারির স্বার্থরক্ষার কোনো কিছুই সমাজ বিজ্ঞানে আলোচিত হয়নি। নারিবাদি দৃষ্টিভঙ্গি বা আন্দোলন এই অধিকার দিকটিকে সমাজের সামনে প্রথম তুলে ধরে এবং সমগ্র নারি সমাজের স্বার্থ রক্ষার গুরুত্বে দাবি রাখে।

* সাম্য প্রতিষ্ঠা :

রাষ্ট্রের গোটা ইতিহাস যেহেতু পুরুষতান্ত্রিক সেই কারণে নারীর বিকাশে এর কোনো ভূমিকা নেই। তাই নারীর প্রয়োজনে দুনো পুরুষ প্রবিষ্ট এই ইতিহাসকে বাতিল করে দিয়ে এক বিকল্প নারী সমাজে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান রচনা করা। বর্তমান বিশ্বের অনধিকাংশ রাষ্ট্রই পিতৃতান্ত্রিক নারীবাদের মতে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা নারী ও পুরুষের মধ্যে যে বৈষম্য করে এবং সে প্রক্রিয়াতে পুরুষের তুলনায় নারীকে দুর্বল ও হীন বলে গণ্য করে তার অবসান কোনো রীতি নেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোনো অসাম্য দেখাদেখি নেই নারীর নিজের অস্তিত্বকে পুরুষতন্ত্রকে বিসর্জন করে না নারীবাদি এই সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

* মিসিস জিনিস :

নারীবাদ মিসিস জিনির সমালোচনার পুরুষের বিকল্পিত হয়েছে। মিসিস জিনি দুনো পুরুষের ভঙ্গ কর্মশৈলী ও কোনিয়ম অবস্থার বিপরীত বীরত্বের নারীবাদিদের মতে পুরুষের ভঙ্গ কর্মশৈলীর বীরত্ব দুনো পুরুষ তন্ত্রের চরিত্র। এই বীরত্ব জৈবিক লাবণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বরং সমাজ নির্ভর। দুনো মেয়েদের লাবণ্য একে সাংস্কৃতিক বা সামাজিক লিঙ্গীয়তে লাবণ্য বলা যেতে পারে। এই লাবণ্য হলো সমাজে অনুমোদিত বা সামাজিক নির্মাণ। মেয়েদের অনুভূতিপ্রবণতা বা সামাজিক লিঙ্গীয়তে নারীবাদিদের বিপরীতে সমাজে নারীর জন্য যে সমাজ নির্দেশ করা হয়েছে সেটাই। যেহেতু এই বীরত্ব সমাজে অনুমোদিত তাই নারীবাদিরা এই ছাপ্পিলিঙ্গীয়তে

শ্লোগানের মতো করে বললে — লিঙ্গ নিয়ে রাজনীতি করতে পারি, আমরা লিঙ্গজাত অধীনতা নিরন্তর প্রশ্ন করতে পারি — এই অধীনতাকে উত্তরে যেতে পারি এরই নাম লিঙ্গ রাজনীতি।

* **সমালোচনা:** নারীবাদি একদিকে যেমন একটি ছত্রিভঙ্গি, সেরকম এটি একটি আন্দোলন বটে। বর্তমানে কালে সমাজের সবথেকে প্রভাবশালী ছত্রিভঙ্গিটি হলো নারীবাদ, নারীবাদের মূল বক্তব্য হলো নারীরা পুরুষের থেকে কম নয়, অথচ পুরুষতত্ত্বিক সমাজ নারীবাদকে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও অত্যাচারের করেছে। নারীবাদ এই অবস্থাকে বদলাতে চায়। এরা নারীকে পুরুষের সাথে এক আসনে বসাতে চায়। অর্থাৎ একই মর্যাদা ও অধিকার দাবি করে, এরা সমতা দাবি করে। একটা দীর্ঘ সময় ধরে নারীবাদ ব্যাপক প্রভাব বিকার করলেও এর বিরুদ্ধে বেশ কতগুলো সমালোচনা উঠে আসে সেগুলি হল —

* **প্রথমত:** নারীবাদ তথা নারীবাদি আন্দোলন ধারার প্রধান সিমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা হল এর অনৈক্য। নারীবাদিরা বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত তাদের মত ও পথের অভিমান অত্যন্ত প্রকট সংস্কারবাদী, বৈপ্লবিক, সাম্রাজ্যবাদী ও ব্যাভিক্যাল নারীবাদের মধ্যে নারীদের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য অর্জনের উপায় ও কৌশলের প্রশ্নের মত পার্থক্য রয়েছে।

কাজই নারী ও পুরুষের সমান সম্মান মর্যাদা দাবি করে ও পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতা বিলুপ্ত না হলে নারীবাদীরা দাবি করে নারীর ক্ষমতায়ন না হলে সমাজকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে কিসানদেরকে মুক্তি মুক্ত।

* পিতৃতন্ত্র: পিতৃতন্ত্র বলতে সাধারণভাবে সেমান একক পরিবার প্রধানকে বোঝায় যে পরিবার ব্যবস্থায় পুরুষের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। পিতা বা পরিবারের পিতৃস্থানীয় কোনো পুরুষ পরিবারের সবসময় কর্তৃত্বের অধিকারী হন, তবে নারীবাদীদের দৃষ্টিতে পিতৃতন্ত্র পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে ও তাদের মতামত বক্তব্য না মেনে করেছেন "সমতা সেন" উল্লেখ করেছেন, তবে প্রত্যেক নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার যে সামাজিক প্রথা তাকেই পিতৃতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

* লিঙ্গ বিভাজনের সামাজিক নির্মাণ: নারীরা বাচ্চাত হয় অপোগন্ড বলে, নারী বলে, নারী পুরুষ নিয়ে বলে অর্থনৈতিক বায়োলজিকাল কারণে জৈবিক কারণে ও জন্মগত কারণে নারী হয়ে বলেছে বলে সেমন সে কাজ পাচ্ছে সেমন সে অনুচ্ছেদে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এই যুক্তিটি কখনো যুক্ত হয়ে পড়েছে এই যুক্তিটি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কারণে। আমিনার হয়ে জন্মেছি, অর্থনৈতিক নারী কারণে কাজে তৈরি হয়েছে- আমি নারী নয়, নারী হয়ে জন্মেছি। অর্থনৈতিক নারীত্ব নারীত্ব সবকিছি সাংস্কৃতিক নির্মাণ।

সাংস্কৃতিক ভাবে নির্মিত নারীবাদীদের প্রশ্ন যেহেতু আমরা লিঙ্গ নির্মাণকে প্রশ্ন করতে পারি, পরিবর্তন করতে পারি, পুরুষ নারী, পুরুষ নারীত্বের মধ্যে অসামাজিক বিভাজন দিকে ভেঙে করতে পারি

* দ্বিতীয়ত: নারীবাদ ও নারীবাদী আন্দোলন বর্তমানে একরিরূপ পুরুষবাদী প্রতিবিংয়ার সম্মুখীন হয়েছে। পুরুষবাদীরা অনেকেই মনে করেন নারীবাদী আন্দোলন তার সীমানা অতিক্রম করেছে এবং এর পরিনামে পুরুষেরা রাজনীতির বলি হয়েছে। G.D ইয়েটস উল্লেখ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংস্থা অভিযোগ করেছে। নারীবাদি আন্দোলন পরিনামে, অযোগ্য নারিদের, অনুকূল্যে যোগ্য শেতাঙ্গি, পুরুষদের চাকরি দাবি উপেক্ষিত হয়েছে।

* তৃতীয়ত: নারীবাদ ও নারীবাদি আন্দোলনে আজ একক বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। 1980 এর দশকে ব্রিটেনের আমেরিকার রেগান প্রশাসন পারিবারিক মূল্যবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে ছিল এবং মা ও স্ত্রী গৃহবধূ হিসেবে নারীর চিরন্তন ভূমিকার উপর জোর দিয়েছিল এমনকি নারীবাদের মধ্যাকার রক্ষণশীলের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধার প্রত্যাশা করলেও তারা মনে করেন, নারীরা সব সময় স্ত্রী ও মা এর হিসেবে ভূমিকাগ্রহন করা উচিত।

* চতুর্থত: নারীবাদী আন্দোলন পূর্বেকার উগ্রতা বহুল বর্তমানে হ্রাস পেয়েছে। র‍্যাডিক্যাল ও উগ্র নারীবাদীরা বর্তমানে অনেকটা কোনঠাসা হয়ে পড়েছেন। নারীবাদী পত্র পত্রিকাতে ও সংস্কারবাদের স্পষ্ট প্রমান পাওয়া যাচ্ছে।

* পঞ্চমত: বর্তমানে নারীবাদের অনেকেই বিশেষত বিশ্বের উন্নত দেশগুলির মধ্যে নারীবাদের অনেকেই মনে করেন পিতৃতন্ত্র আর অস্তিত্বশীল নয়। উত্তর নারীবাদীরা মনে করেন লিঙ্গাগত লিঙ্গাঙ্গনের স্পর্শরূপ গুলিকে অতিক্রম করে গিয়েছে এবং সমাজ আর কোন ক্রমেই পিতৃতান্ত্রিক নয়।

* ষষ্ঠত: আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই ভুল লক্ষ্যের দিকে চালিত হয়েছে। নারীবাদী আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হল পুরুষতন্ত্রের পিতৃতন্ত্রের অবসান ঘটানো। নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং নারীর মুক্তি সাধন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই দৃষ্টিভঙ্গি বা আন্দোলন পুরুষের আর বিরোধিতায় পরিণত হয়েছে।

* পরিণত: রাষ্ট্র বিজ্ঞান চর্চাসহ সামাজিক জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে নারীদেরকে অবহেলিত করে রাখা হয়েছে। পরিবারে সমাজে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীরা অত্যাচার অবহেলা, ঘৃণা, অসাম্য, অমর্যাদার স্বীকার নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা নারীবাদী আন্দোলনের এই অবস্থার পরিবর্তন চায়, তারা নারীদেরকে পুরুষদের সমকর্মা হিসেবে তুলে ধরতে চায় এবং নারীর অধিকার ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে চাই।

* ——— *